১৭|৫|২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

যুগান্তর

নকল রোধে কেন্দ্র পরিবর্তন ব্যর্থতাই বেশি

শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

নকল রোধে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কতটুকু সাফল্য বয়ে এনেছে? এ প্রশ্নের জবাবে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন, তারা ৯০ ভাগ সফল। অপরদিকে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সচেতন মহল বলছেন, এ সিদ্ধান্ত নকল রোধে আংশিক সহায়ক হলেও সামগ্রিক দিক দিয়ে এর [illegible]

চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীন ৫টি জেলায় পরীক্ষার্থীরা শিক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর হামলা, কেন্দ্রে ভাংচুর ও তাণ্ডব চালিয়ে যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে– তা এই ব্যর্থতারই প্রমাণ। তারা বলছেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে আপাতদৃষ্টিতে নকল প্রতিরোধ হয়েছে বলে মনে হলেও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াটাই ছিল বেশি। অনেকে নকল রোধে কেন্দ্র [illegible]

(৩-পৃষ্ঠার পর)

পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে স্থায়ী সমাধান নয় বলে মন্তব্য করেন।

সূত্রগুলো অভিযোগ করেছে, কেন্দ্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত একদিকে নকলবাজ ছাত্রদের জন্য হুমকি হলেও অন্যদিকে সাধারণ ও মেধাবী ছাত্ররা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া এ সিদ্ধান্তের ফলে কলেজে কলেজে প্রতিহিংসা, আঞ্চলিকতা ও শিক্ষকদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে গ্রুপিং। নগরীতে এর প্রভাব তেমন একটা না পড়লেও মফস্বলের কলেজ কেন্দ্রগুলোতে এই গ্রুপিং ও প্রতিহিংসা ছিল দৃশ্যমান। যার বলি হতে হচ্ছে সাধারণ ও নিরীহ ছাত্রদেরই। নগরীতে নকলের দুর্গ বলে খ্যাত এমইএস কলেজ, ইসলামিয়া কলেজ, পাহাড়তলি কলেজসহ অন্য কলেজের দৃশ্যপট পাল্টেছে ঠিকই; পাশাপাশি নামিদামি কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরাও অন্যান্য কলেজে পরীক্ষা দিতে ও নিতে গিয়ে পড়ছেন নানা বিপাকে।

বাংলাদেশ মহিলা সমিতি উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ (বাওয়া) অধ্যক্ষ ফেরদৌস চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, তাদের কলেজের পরিবেশ ছিল সবসময় নকলমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। এমইএস [illegible] রীক্ষা দিতে এসে যে লংকাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা তাদের জন্য রীতিমতো দুর্নামের এবং তারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। এই কেন্দ্রে এইচএসসির প্রথমদিনে জেলা প্রশাসককে অবরুদ্ধ রেখে ভাংচুর ও তাণ্ডব চালানো হয়।

অপরদিকে নামী কলেজ বলে খ্যাত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে মফস্বলের হাটহাজারি কলেজ কেন্দ্রে। এই কলেজের অধ্যক্ষ জাকের উল্লাহ যুগান্তরকে জানান, পরিবর্তিত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাদের ছাত্ররা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই কলেজ কেন্দ্রে এইচএসসির দ্বিতীয় দিনে নকলবাজ ছাত্রদের তাণ্ডবে ১ ঘণ্টা পরীক্ষা বন্ধ থাকে। নকলবাজ ছাত্রদের জন্য এ ঘটনা মামুলি বিষয় হলেও মেধাবী ও সাধারণ ছাত্রদের ওপর এর ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মেধাবী ছাত্রী (এসএসসিতে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকারী) তৃপ্তি বড়ুয়া জানায়, সে ওইদিন পৌনে ১ ঘণ্টা লিখতে পারেনি– যা তার মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার প্রত্যাশাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

নকলবাজ ছাত্রদের তাণ্ডব ও ভিন্ন পরিবেশে পরীক্ষা দিতে গিয়ে এবারের ফলাফলে হাজার হাজার নিরীহ, মেধাবী ও সাধারণ ছাত্রও ঝরে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এ ব্যাপারে বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমদ হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'ভাল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে কাউকে না কাউকে তো রিস্ক নিতেই হবে।' তিনি কেন্দ্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।